

ময়েদেদে ঋতুস্রাব বা মনেষ্ট্রুয়শেন

ঋতুস্রাব অশুচি! ঠাকুরের জন্মের রান্না এবং পূজা করে কুসংস্কারকে হলায় ওড়ালনে মা সারদা---

মনেষ্ট্রুয়শেন বা ঋতুস্রাব ময়েদেদে এক স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। কিন্তু আজও ঋতুস্রাব নিয়ে রয়েছে হাজারও কুসংস্কার। সরকারি সমীক্ষাই বলছে, ভারতের ৭০ শতাংশ মায়েরা নিজের ময়েদেদে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত বিষয়ে নীরব থাকতাই বলে থাকেন। দেশের ৪৫ শতাংশ ময়েদেদে কাছে ঋতুস্রাব আজও অস্বাভাবিক। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সবজায়গাতেই ঋতুকালীন সুরক্ষার বিষয় আজও বহুলাংশে অবহেলিত।

একবংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও ঋতুস্রাব নিয়ে ময়েদেদে মনে চলতে হয় বহু নিয়ম। অনেকেই ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে ঘরের বাইরে বেরোন না কিংবা পূজা করেন না। এমনকি রয়েছে ছোয়াছুয়ির বধিনিষেধ। কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়েও উল্টো পথে হটেছিলেন মা সারদা। একজন সমাজ সংস্কারকের দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি।

কি করছিলেন তিনি?

মায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের পটেরে সমস্যা ছিল। ঝালঝোল অম্বলে জাত রান্না খেতে পারতেন না। হালকা খাবার না খেলেই তাঁর পটেরে রোগ দেখা দিত। মা সারদা শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে ইচ্ছামেত শুক্তো, হালকা ঝোল রন্ধে দিতেন। কিন্তু প্রথম প্রথম ময়েদেদে অশুচি তিনিদিন মা সারদা রাঁধতেন না। এই সময় মন্দির থেকে প্রসাদ আসত আর ঠাকুর সেই খাবার খেতেন। আর সেই খাবার খেলেই ঠাকুরের অসুখ শুরু। একদিন ঠাকুর মা সারদাকে বললেন, দেখে, তুমিও-কদিন রাঁধলে না আর আমার কিশরীর খারাপ হল। মা বললেন, ময়েদেদে অশুচি তিনিদিন রাঁধতে নেই।

ঠাকুর এই কথা শুনলে বললেন, মনই শুচি অশুচি, শরীরে শুচি অশুচি হয় না। তুমি আমাকে খাবার বানিয়ে দাও। দোষ হবে না। এই কথা শোনার পর সারদাদেবীই রোজ রান্না করে দিতেন। কোনও কুসংস্কার মানতেন না। এমনকি ওই সময়ে পূজাদি সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সারদা দেবীকে বলেছিলেন, যদি পূজা না করলে মনের কষ্ট হয় তবে করবে, নতুবা নয়। এরপর থেকে ওই সময়ে পূজাও করতেন শ্রী মা সারদাদেবী।

এভাবেই মন এবং সমাজের সংস্কার ভেঙেছিলেন মা সারদা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের সময় এসব ছিল ধারণার বাইরে।